438

তা'লীমুস সালাত

নামায শিক্ষা

মূলঃ
ডঃ আব্দুল্লাহ বিন আহমাদ আযযাইদ

অনুবাদঃ
মুকাম্মাল হক (বীরভূমী)

(বাংলা ভাষা)

মুদ্রণ ও প্রকাশনায়ঃ
দাওয়াত,পথনির্দেশ,ওয়াক্‌ফ ও ধর্ম-বিষয়ক মন্ত্রণালয়
সৌদী আরব

ওয়াকফ, দাওয়াত, পথনির্দেশ ও ধর্মবিষয়ক মন্ত্রনালয়
থেকে প্রকাশিত

তা'লীমুস সালাত
নামায শিক্ষা

মূল ঃ
ডঃ আব্দুল্লাহ বিন আহমাদ আলী আযযাইদ

অনুবাদ ঃ
মুকাম্মাল হক (বীরভূমী)

ধর্ম মন্ত্রনালয়ের প্রকাশনা ও প্রচারণা বিভাগের
তত্ত্বাবধানে মূদ্রিত
১৪২২ হিঃ / ২০০১ইং

© وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد، ١٤٢٣هـ

فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر

الزيد، عبدالله بن أحمد

تعليم الصلاة.- الرياض.

٥٢ ص ؛ ١٢ × ١٧ سم

ردمك: ٨ - ٣٣٧ - ٢٩ - ٩٩٦٠

(النص باللغة البنغالية)

١- الصلاة - تعليم أ- العنوان

ديوي ٢,٢٥٢ ٢١/٣٢١٧

رقم الإيداع: ٢١/٣٢١٧

ردمك: ٨ - ٣٣٧ - ٢٩ - ٩٩٦٠

الطبعة الرابعة

١٤٢٣هـ

بسم الله الرحمن الرحيم

সকল প্রশংসা একমাত্র আল্লাহর জন্য। যিনি আমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন। চির প্রবাহমান শান্তি তাঁর বান্দা ও রাসূল মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর উপর, যিনি সমগ্র বিশ্বমানবতার নবী, নবীকূলের শিরমনি জগতবাসীর রহমত ও কল্যাণের প্রতিক । আমি ডঃ আব্দুল্লাহ বিন আহমাদ আলী আযযাইদ সাহেবের পুস্তিকা "তালীমুস সালাহ " পাঠে উপলব্ধি করলাম যে, এটির বঙ্গানুবাদ স্বল্প শিক্ষিত তথা নবীণ শিক্ষার্থীদের নামাযের মৌলিক নীতিমালা শিক্ষায় সহায়ক হবে ইনশা - আল্লাহ। আমার কল্যাণকামী সহচরসাঈদুর রহমান (বাংলাদেশী), মোল্লা মুহাম্মাদ (বর্ধমানী) এর সৎ পরামর্শে, আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন ও সমাজের উপকারের আশায় অনুবাদের কাজ আরম্ভ করি । মোঃ সাইফুল্লাহ ভাই ও শফীউল আলম ভাই (বাংলাদেশী) সাহেবদ্বয়ের নিকট হতে সংশোধনে আংশিক সহযোগিতা পেয়েছি। এ ছাড়া মৌলানা আঃ রাউফ শামীম সাহেব (বীরভূম), মৌলানা আমীর আলী

সাহেব (কেন্দ্র ডাঙ্গাল বীরভূম) সংশোধনের উদ্দেশ্যে নযর ফিরিয়েছেন। আমাকে যাঁরা এ কাজে উৎসাহ দিয়েছেন, সহযোগিতা করেছেন, আল্লাহর কাছে তাদের মঙ্গল কামনা করছি। অনুবাদে লেখকের মূল বক্তব্য প্রকাশের চেষ্টা করেছি। আমি আশা করি এই অনুবাদ বাংলা ভাষা- ভাষীদের নিকট সমাদৃত হবে ইনশা আল্লাহ। আল্লাহ আমাদের সকলকে এই পুস্তিকা থেকে উপকৃত হবার তাওফীক দিন।

আমীন !

লেখকের দু'টি কথা

সমস্ত প্রশংসা এক আল্লাহর নিমিত্তে । আল্লাহর রাসূল আব্দুল্লাহর পুত্র মুহাম্মাদের উপর দরুদ ও সালাম বর্ষিত হোক, সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম। অতঃপর নামায সম্পর্কে যে সকল বই পুস্তক লিপিবদ্ধ হয়েছে, আমি তা একত্রিত করি। তার পর আমার নিকট এটা স্পষ্ট হয়ে উঠে যে, যে সব কিতাব নামায সম্পর্কে লিখিত হয়েছে সবগুলোই বিষয় বস্তুর বিভিন্ন দিকের মধ্য হতে বিশেষ কতিপয় দিক নিয়ে আলোচনা করেছে। যেমনঃ কোনটি নামাযের বিবরণ, পদ্ধতির উল্লেখ করেছে কিন্তু নামাযের গুরুত্ব এবং ফযিলতের বর্ণনা দেয়নি। আবার কোনটি দ্বন্দমুখর মাসায়েল বিশদ ভাবে বিশ্লেষণ করেছে। যা নবীন শিক্ষার্থীদের জন্য প্রযোজ্য নয়; তাই আমি এমন সব মাসআলা সংকলন করতে মনস্থ করলাম যেগুলো বাস্তবে রূপায়িত করা মুসলিমের জন্য অপরিহার্য। এগুলো হবে কিতাব ও সুন্নাতের দলীল সমৃদ্ধ, দ্বন্দমুখর মাসআলা মাসায়েল ও বিস্তারিত ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ বিবর্জিত, সংক্ষিপ্ত অথচ তত্ত্ব সমৃদ্ধ,

যাতে সর্বজন সমাদৃত হয় এবং বিদেশী ভাষায় অনুদিত হয়। আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করি এটি যেন ফলপ্রসু হয়। নিশ্চয় তিনি সর্বশ্রোতা কবুলকারী। আল্লাহই তাওফীকদাতা ।

ডঃ আব্দুল্লাহ বিন আহমাদ আলী আযযাইদ

রিয়াদ

তারিখ ১ /১/ ১৪১৪ হিজরী

ভূমিকা

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হতে সহীহ হাদীসে প্রমাণিত হয়েছে, তিনি বলেনঃ

بني الإسلام على خمسٍ شهادةِ أن لا إلــــه إلاّ الله وأنّ محمدًا رسولُ الله وإقامِ الصّلاةِ وإيتاءِ الزّكـــاةِ وصومِ رمضانَ وحجِّ البيتَ لمن استطاع إليه سـبيلاً

উচ্চারণঃ বুনিয়াল ইসলামু আলা খামসিনঃ শাহাদাতি আল লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়া আন্না মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ, ওয়া ইকামিস সালাতি, ওয়া ঈতাইয যাকাতি, ওয়া সাওমে রামাযানা ওয়া হাজজিল বাইতি লিমানিস্ তাতা'আ ইলাইহি সাবীলা ।

অর্থাৎ ঃ "ইসলামের ভিত্তি পাঁচটি জিনিষের উপর স্থাপিত হয়েছেঃ সাক্ষ্য প্রদান করা যে, আল্লাহ ব্যতিত কোন সত্য উপাস্য নেই এবং মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর রাসূল। নামায প্রতিষ্ঠা করা যাকাত প্রদান করা। রমযান মাসে রোযা ব্রত পালন করা। সক্ষম ব্যক্তির জন্য আল্লাহর ঘরে(কাবা শরীফ) হজ্জ পালন করা "।

(বুখারী , মুসলিম)

উক্ত হাদীস শরীফ ইসলামের পাঁচটি রুকন বা স্তম্ভকে অন্তর্ভূক্ত করেছে ।

প্রথম স্তম্ভ ঃ

شهادة أن لا إلــه إلاّ الله وأنّ محمدًا رسول الله

অর্থাৎ ঃ আল্লাহ্ ব্যতিত কোন সত্য মা'বুদ নেই এবং মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর রাসূল এ কথার সাক্ষ্য প্রদান করা । আর এখানে لا إلــه শব্দটি প্রমাণ করেছে আল্লাহ ছাড়া যা কিছুর ইবাদত করা হয় তা সবই বাতিল এবং إلاّ الله শব্দটি প্রমাণ করেছে ইবাদত এক আল্লাহর জন্য, তাঁর কোন অংশীদার নাই । আল্লাহ বলেন ঃ

﴿ شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لا إِلَهَ إِلاَّ هُوَ وَالْمَلائِكَةُ وَأُولُوا الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ لا إِلَهَ إِلاَّ هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴾

অর্থাৎ ঃ "আল্লাহ স্বয়ং ঘোষণা করেছেন তিনিই একমাত্র মা'বুদ (উপাস্য), আর ফেরেস্তাগণ এবং ন্যায়নিষ্ঠ জ্ঞানীগণও সাক্ষ্য দিয়েছেন, তিনি ছাড়া আর কোন প্রকৃত উপাস্য নাই । তিনি পরাক্রমশালী

প্রজ্ঞাময়" । (সূরা আল ইমরান ঃ ১৮)

আল্লাহ ছাড়া কোন সত্য ইলাহ নাই, এ কথার সাক্ষ্য দানের মাধ্যমে তিনটি জিনিষের স্বীকৃতি প্রদান করা হয়।

প্রথমত ঃ তওহীদুল উলুহিয়্যাহ ঃ অর্থাৎ সর্ব প্রকার ইবাদত একমাত্র আল্লাহরই নিমিত্তে এ কথার স্বীকারোক্তি করা এবং ইবাদতের কিঞ্চিত অংশও আল্লাহ ছাড়া অন্যের জন্যে না করার অঙ্গিকার করা। আর এরই জন্য আল্লাহ সৃষ্টি জগত সৃজন করেছেন। এ বিষয়ে আল্লাহ বলেন ঃ

﴿ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالإِنسَ إِلاَّ لِيَعْبُدُونِ ﴾

অর্থাৎ ঃ "আমি জ্বিন ও মানব জাতিকে কেবল এ জন্যই সৃষ্টি করেছি যে, তারা একমাত্র আমারই ইবাদত করবে"। (সূরা আয্‌যারিয়াত ঃ ৫৬)

আর এরই জন্য আল্লাহ যুগে যুগে রাসূলগণকে কিতাব সহ পাঠিয়েছেন । এ সম্পর্কে আল্লাহ বলেন ঃ

﴿ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولاً أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ ﴾

অর্থাৎ ঃ "প্রত্যেক উম্মাতের নিকট আমি একজন রাসূল প্রেরণ করেছি এই মর্মে, তোমরা আল্লাহর ইবাদত কর এবং তাগুত (আল্লাহদ্রোহী শক্তি) থেকে নিরাপদ থাক"। (সূরা আন্ নাহল ঃ ৩৬)

আর তাওহীদের সম্পূর্ণ বিপরীত হলো শির্ক। অতএব তাওহীদের অর্থ যেহেতু সর্ব প্রকার ইবাদত একমাত্র আল্লাহর জন্য করা। তাই শির্ক হলো ইবাদতের কোন অংশ আল্লাহ ছাড়া অন্য কারোর জন্য করা। সুতরাং যে ব্যক্তি নিজ খেয়াল খুশিমত নামাজ, রোযা, দু'আ (প্রার্থনা) নযর-মানত, যবেহ (কুরবানী) অথবা সাহায্য চাওয়া (অর্থাৎ কবরবাসী বা অন্য কারো নিকট আর্তনাদ) ইত্যাদি ইবাদতের কোন অংশ আল্লাহ ছাড়া অন্যের জন্য করল, সে মূলতঃ আল্লাহর সাথেই অন্যকে অংশীদার করল। শির্ক হলো সবচেয়ে বড় গুনাহ। এটি সমস্ত আমলকে বিনষ্ট করে। আর যে ব্যক্তি শির্কে পতিত হল তার জান- মাল বৈধ হয়ে গেল। (অর্থাৎ তার বিরুদ্ধে সংগ্রাম বৈধ)

দ্বিতীয়তঃ তাওহীদুল রুবুবীয়্যাহ ঃ অর্থাৎ এ কথার স্বীকার করা যে, একমাত্র আল্লাহই সৃষ্টিকর্তা, যাবতীয়

বিষয় নিয়ন্ত্রণ করে ? তখন তারা বলবেঃ 'আল্লাহ' অতঃপর বলুন ঃ তবুও কি তোমরা রিযিকদাতা, জীবনদানকারী, মৃত্যু প্রদানকারী, মুদাব্বির (ব্যবস্থাপক) এবং আসমান ও যমীনে একমাত্র তাঁরই বাদশাহী। এ প্রকার তাওহীদকে স্বীকৃতি দেয়া সৃষ্টি জগতের একটি স্বভাবজাত বৈশিষ্ট যে বৈশিষ্টে আল্লাহ্ সৃষ্টিকুলকে বৈশিষ্টমণ্ডিত করেছেন। এমন কি যে সব মুশরিকের মাঝে আমাদের নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম প্রেরিত হয়েছিলেন তারাও তাওহীদে রুবুবীয়্যাহকে স্বীকার করতঃ অস্বীকার করত না।

আল্লাহ বলেনঃ

﴿قُلْ مَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالأَرْضِ أَمَّن يَمْلِكُ السَّمْعَ والأَبْصَارَ وَمَن يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيَّتَ مِنَ الْحَيِّ وَمَن يُدَبِّرُ الأَمْرَ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ فَقُلْ أَفَلا تَتَّقُونَ﴾

অর্থাৎঃ "(হে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আপনি বলুনঃ আকাশ ও পৃথিবী হতে কে তোমাদেরকে রিযিক (খাবার) সরবরাহ করে ? অথবা শ্রবণ ও দৃষ্টি শক্তি কার কর্তৃত্বাধীন ? এবং কে জীবিতকে মৃত হতে নির্গত করে? আর কে

সাবধান হবে না" ? (সূরা ইউনুস্ - ৩১)

এ প্রকার তাওহীদকে খুব কম সংখ্যক লোকেরাই অস্বীকার করে, তারাও আবার বাহ্যিক অস্বীকার সত্ত্বেও তারা তাদের মনের মণিকোঠায় তার স্বীকৃতি জ্ঞাপন করে। আর তাদের এই বাহ্যিক অস্বীকার ছিল একমাত্র অহংকার ও জিদের বশবর্তী হয়ে। যা মহান আল্লাহ এ ভাবে ঘোষণা করেছেনঃ

﴿ وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا ﴾

অর্থাৎঃ "তারা অন্যায় ও অহংকার করে নিদর্শনাবলীকে প্রত্যাখ্যান করল, যদিও তাদের অন্তর এগুলো সত্য বলে বিশ্বাস করেছিল"। (সূরা আন্ নাহল - ১৪)

তৃতীয়তঃ তাওহীদুল আসমা ওয়াস্‌সিফাত ঃ

অর্থাৎ আল্লাহ যে গুনে নিজকে গুনান্বিত করেছেন অথবা তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যে গুনে তাঁকে গুনান্বিত করেছেন তার প্রতি প্রত্যয় স্থাপন করা এবং কোন রূপ আকার, সাদৃশ্য, বিকৃতি ও বিলুপ্তি না ঘটিয়ে তাঁর মহত্ত্বের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হয় এমন ভাবে সে গুণরাজিকে প্রমাণিত করা। এ সম্পর্কে আল্লাহ বলেন ঃ

﴿ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ فَادْعُوهُ بِهَا ﴾

অর্থাৎঃ "আল্লাহ্ উত্তম নাম সমূহের অধিকারী তাঁকে তাঁর উত্তম নামেই ডাক"। (সূরা আল- আরাফঃ ১৮০) আল্লাহ্ আরো বলেন ঃ

﴿ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ ﴾

অর্থাৎঃ"কোন কিছুই তাঁর সদৃশ নাই, আর তিনিই সর্ব শ্রোতা সর্বদ্রষ্টা"। (সূরা আশ্ শুরা ঃ ১১)

সুতরাং কালেমায়ে "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্" উক্ত তিন প্রকার তাওহীদের স্বীকারোক্তির বহিঃপ্রকাশ। অতএব যে ব্যক্তি ঐ কালেমার অর্থ সম্যকরূপে জ্ঞাত হয়ে তার চাহিদা মুতাবিক আমল করে অর্থাৎ শির্ক বর্জন করে এবং একত্ববাদের প্রত্যয় স্থাপন করে মুখে উচ্চারণ করে আমল করল সেই প্রকৃত মুসলিম। আর যে ব্যক্তি অন্তরে বিশ্বাস না রেখে কেবল বাহ্যিক ভাবে মুখে উচ্চারণ করে আমল করল সে মুনাফিক এবং যে ব্যক্তি ঐ কালেমা মুখে উচ্চারণ করে তার চাহিদার বিপরীত আমল করল সে কাফির। যদিও সে ঐ কালেমা বার বার উচ্চারণ করে। আর "মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহ প্রেরিত রাসূল"- এ কথার

সাক্ষ্য প্রদানের তাৎপর্য হল মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহর নিকট হতে যে রিসালাত (বার্তা) নিয়ে এসেছেন তার উপর ঈমান ও প্রত্যয় স্থাপন করা। অর্থাৎ তাঁর আনীত বিধি বিধানের আনুগত্য করা ও নিষেধাবলী থেকে বিরত থাকা তথা মানুষের সর্ব প্রকার আমলই তাঁর রাসূলের প্রদর্শিত পদ্ধতি মোতাবিক হওয়া।

এ সম্পর্কে কুরআনের ঘোষণা ঃ

﴿لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُم بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ﴾

অর্থাৎ ঃ "নিশ্চয় তোমাদের সমীপে সমাগত হয়েছেন তোমাদেরই মধ্যকার একজন রাসূল যাঁর পক্ষে দুরুহ হয়ে থাকে তোমাদের দুঃখ - কষ্টগুলো যিনি তোমাদের জন্য সদা আগ্রহী ও উৎসুক। মুমিনদের প্রতি যিনি চির স্নেহশীল ও সদা করুণা পরায়ণ"। (সূরা আত্ তাওবা ঃ ১২৮) এ বিষয়ে কুরআনের আরো অনেক বাণী প্রনিধানযোগ্য যেমন আল্লাহ বলেন ঃ

﴿مَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ﴾

অর্থাৎ ঃ "যে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া

সাল্লামের আনুগত্য করল সে আল্লাহর আনুগত্য করল"। (সূরা আন্ নেসা - ৮০)

অন্যত্র আল্লাহ বলেন ঃ

﴿ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴾

অর্থাৎঃ "তোমরা আল্লাহর আনুগত্য কর আর রাসূলের আনুগত্য কর। নিশ্চয়ই তোমরা পরিত্রাণ পাবে"। (সূরা আল ইমরান- ১৩২)

আল্লাহ আরো বলেনঃ

﴿ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ ﴾

অর্থাৎঃ "আল্লাহর প্রেরিত রাসূল মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং যারা তাঁর প্রতি প্রত্যয় স্থাপন করেছে, তারা কাফিরের প্রতি কঠোর ও একে অপরের প্রতি দয়াশীল ও সহানুভূতিশীল"।
(সূরা ফাতহ - ২৯)

দ্বিতীয় এবং তৃতীয় স্তম্ভ ঃ নামায সুপ্রতিষ্ঠিত করা ও যাকাত প্রদান করা। এ সম্পর্কে আল্লাহর ঘোষণা ঃ

﴿ وَمَا أُمِرُوا إِلاَّ لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ

﴿ وَيُقِيمُوا الصَّلاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ ﴾

অর্থাৎ ঃ "তাদেরকে নিখাদ চিত্তে ও একনিষ্ঠভাবে একমাত্র আল্লাহর ইবাদত করার, নামায সুপ্রতিষ্ঠিত করার এবং যাকাত প্রদান করার আদেশ করা হয়েছে। আর এটিই সুদৃঢ় দ্বীন"। (সূরা আল্ বাইয়িনাহ্ ঃ ৫) আল্লাহ আরো বলেন ঃ

﴿ وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ ﴾

অর্থাৎ ঃ "তোমরা নামায সুপ্রতিষ্ঠিত কর, যাকাত প্রদান কর এবং রুকুকারীদের সাথে রুকু কর"।
(সূরা আল্ বাকারাহ ঃ ৪৩)

নামাযঃ এটা হলো আমাদের মূল আলোচ্য বিষয়।
যাকাতঃ হচ্ছে ঐ সম্পদ যা ধনবানের নিকট থেকে সংগৃহীত এবং ধনহীন ও অন্যান্য যাকাত খাতে ব্যয় করা হয়। যাকাত ইসলামের একটি মহান মূলনীতি যা দ্বারা সমাজের সদস্যদের মাঝে সংহতি, সৌহার্দ সহযোগিতা সুনিশ্চিত হয়। এর ফলে প্রাপকের প্রতি কোনরূপ দয়া প্রদর্শন ও মানসিক যাতনা না দিয়ে হাতে যে সম্পদ আছে তা

থেকে বিত্তহীনদের জন্য একটি নির্দিষ্ট প্রাপ্যাংশ বরাদ্দ করা হয়েছে।

চতুর্থ স্তম্ভ ঃ রমযান মাসে রোযাব্রত পালন করাঃ এ বিষয়ে আল্লাহ বলেন ঃ

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴾

অর্থাৎ ঃ "হে মুমিনগণ ! সিয়াম (রোজা) কৃচ্ছসাধন তোমাদের উপর ফরয করা হয়েছে যেমনভাবে ফরয করা হয়েছিল তোমাদের পূর্ববর্তীদের উপর, যেন তোমরা সংযমশীল হয়ে থাকতে পার"।

(সূরা আল্ বাকারাহ ঃ ১৮৩)

পঞ্চম স্তম্ভ ঃ পথের সম্বল হলে আল্লাহর ঘরে (কাবা শরীফ) হজ্জ্ব পালন করাঃ

এ সম্পর্কে মহান আল্লাহর ঘোষণা ঃ

﴿ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ ﴾

অর্থাৎ ঃ "যে ব্যক্তি হজ্জ্বের উদ্দেশ্যে সফরের সামর্থ রাখে তার জন্য আল্লাহর উদ্দেশ্যে কাবাগৃহের হজ্জ্ব করা অবশ্য কর্তব্য। কিন্তু যদি কোন ব্যক্তি এ

আদেশ অমান্য করে তাহলে (জেনে রেখ) আল্লাহ সমস্ত বিশ্বজগত এর সাহায্য নিরপেক্ষ"।

(সূরা আল ইমরান ঃ ৯৭)

নামাযের ফযীলত

উপরে উল্লেখিত কিঞ্চিত আলোচনায় ইসলামে নামাযের গুরুত্ব পরিলক্ষিত হয়েছে যে, সেটি ইসলামের রুকনসমূহের দ্বিতীয়, যা সুপ্রতিষ্ঠিত করা ছাড়া মুসলমান হওয়া যায় না। নামাযে অবহেলা, অলসতা মুনাফিকের বৈশিষ্ট্য। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কথা মুতাবিক নামায পরিত্যাগ করা কুফরী ভ্রষ্টতা এবং ইসলামের গণ্ডীর বর্হিভূত। সহীহ হাদীসে এর প্রমাণ।

" بين الرجلِ وبين الكفرِ والشّرك ترك الصلاة "

উচ্চারণঃ "বাইনার রাজুলি অবাইনাল কুফরি ওয়াশ্ শির্কি তারকুস্ সলাহ্ "

অর্থাৎ ঃ"মুমিন ও কাফির-মুশরিকের মধ্যে পার্থক্য হচ্ছে নামায পরিত্যাগ করা"। (মুসলিম)

এ সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরো বলেন ঃ

العهدُ الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها

فقد كفر

উচ্চারণ ঃ "আল আহ্‌দুল্লাযী বাইনানা ওয়াবাইনাহুম আস্ সালাহ, ফামান তারাকাহা ফাক্বাদ কাফারা"।

অর্থাৎ ঃ "আমাদের ও তাদের মধ্যকার (পার্থক্য সূচক) অঙ্গীকার হচ্ছে নামায। যে ব্যক্তি তা পরিত্যাগ করবে সে কাফির হয়ে যাবে। হাদীসটি ইমাম তিরমিযী বর্ণনা করে হাসান (বর্ণনাসূত্র উত্তম) বলেছেন।

নামায ইসলামের স্তম্ভ ও শির এবং এটি বান্দা ও তার প্রতিপালকের মধ্যে সম্পর্ক স্থাপনকারী। সহীহ হাদীসে এর প্রমাণ"।

" إنّ أحدكُم إذا صَلّى يُناجي ربَّه "

উচ্চারণ ঃ "ইন্না আহাদাকুম ইযা সাল্লা ইউনাজী রাব্বাহু"।

অর্থাৎ ঃ "নিশ্চয়ই তোমাদের কেউ যখন নিবিষ্ট চিত্তে নামায আদায় করে তখন সে তার প্রতিপালকের সাথে নির্জনে কথা বলে। অর্থাৎ সে হৃদয়ের বাসনা প্রকাশ করে। নামায বান্দা ও তার প্রতিপালকের মুহাব্বতের এবং তাঁর দেওয়া অবদানের কৃতজ্ঞতা প্রকাশের প্রতীক। নামায

আল্লাহর নিকট অতি গুরুত্বপূর্ণ হবার প্রমাণ এই যে এটি প্রথম ফরয ইবাদত যা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপর অর্পণ করা হয়েছে এবং একে মিরাজের রাত্রে আকাশে মুসলিম জাতির উপর ফরয করা হয়েছে। তাছাড়া নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে কোন আমল উত্তম জিজ্ঞাসা করা হলে তার প্রতি উত্তরে তিনি বলেছিলেন ঃ " الصلاة على وقتها "

অর্থাৎ ঃ "সময় মত নামায আদায় করা"। (বুখারী ও মুসলিম)।

নামাযকে আল্লাহ পাপরাশি থেকে পবিত্রতা অর্জনের অসীলা বানিয়েছেন। যেমন হাদীসে এসেছে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন ঃ

«أرأيتم لو أنّ نهراً بباب أحدكم يغتسل فيه كل يوم خمس مرات، هل يبقى من درنه شيء؟ قالوا: لا، قال: كذلك مثل الصلوات الخمس يمحو الله بهنّ الخطايا»

উচ্চারণ ঃ "আরাআইতুম্ লাও আন্না নাহরান বিবাবে আহাদিকুম ইয়াগতাসিলু ফীহি কুল্লা ইয়াউমিন খাম্সা মার্রাতিন্ হাল ইয়াব্কা মিন

দারানিহি শাইউন্ ক্বালু ঃ লা, ক্বালা ঃ কাযালিকা আস্সলাওয়াতুল খাম্সু ইয়ামহুল্লাহু বিহিন্নাল্ খাতাইয়া"।

অর্থাৎ ঃ "যদি তোমাদের কারোর (বাড়ীর) দরজার সামনে প্রবাহমান নদী থাকে এবং তাতে প্রত্যেক দিন পাঁচ বার গোসল করে তাহলে কি তার (শরীরে) ময়লা বাকী থাকবে ? এতে তোমাদের কি ধারণা ? (সাহাবীগণ) বললেন ঃ না (অর্থাৎ ময়লা বাকী থাকবে না) নবী সাল্লাল্লাহু আল্লাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন ঃ অনুরূপ ভাবে আল্লাহ পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের দ্বারা (বান্দার) পাপরাশিকে মিটিয়ে দেন"। (বুখারী - মুসলিম)

এ বিষয়ে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হতে আরো হাদীস বর্ণিত হয়েছে ঃ

" أنه كان آخر وصيته لأمته ، وآخر عهده إليـــهم عند خروجه من الدنيا أن اتّقوا الله في الصلاة وفيمـا ملكت أيمانكم " (أخرجه أحمد والنسائي وابن ماجـــه)

উচ্চারণ ঃ "আন্নাহু কানা আখিরু ওসীয়াতিহি লিউম্মাতিহি ওয়া আখিরু আহ্দিহী ইলাইহিম

ইনদা খুরুজিহী মিনাদ্‌দুনিয়া আনিত্‌তাকুল্লাহা ফিস্‌সলাতে ওয়া ফীমা মালাকাত আইমানুকুম্‌"।

অর্থাৎ ঃ "নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মৃত্যুকালে তাঁর উম্মাতের জন্য সর্ব শেষ নসীহত (উপদেশ) এবং অঙ্গীকার ছিল তারা যেন নামায ও তাদের দাস -দাসীদের ব্যাপারে আল্লাহকে ভয় করে"। (হাদীসটি ইমাম আহমাদ, নাসায়ী ও ইবনে মাজাহ বর্ণনা করেছেন)

আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কুরআনে নামাযের ব্যাপারে অত্যন্ত গুরুত্বারোপ করেছেন এবং নামায ও নামাযীকে সম্মানিত করেছেন। কুরআনের অনেক জায়গায় বিভিন্ন ইবাদতের সাথে বিশেষ ভাবে নামাযের উল্লেখ করেছেন। আর এ সম্পর্কে উপদেশ দিয়েছেন।

এ বিষয়ে কয়েকটি আয়াত নিম্নরূপ ঃ

﴿حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَىٰ وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ﴾

অর্থাৎ ঃ "তোমরা সমস্ত নামাযের প্রতি যত্নবান হও, বিশেষ করে আসরের নামাযের ব্যাপারে। আর আল্লাহর সমীপে নীরব ও কাকুতি - মিনতির সাথে

দাঁড়িয়ে যাও"। (সূরা বাকারাহ - ২৩৮)

﴿ وَأَقِمِ الصَّلاَةَ إِنَّ الصَّلاَةَ تَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ ﴾

অর্থাৎ ঃ "হে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আপনি নামায সুপ্রতিষ্ঠিত করুন। নিশ্চয় নামায অনাচার এবং ঘৃণিত কাজ থেকে (মানুষকে) বিরত রাখে"। (সূরা আন কাবুত - ৪৫)

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلاَةِ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ ﴾

অর্থাৎ ঃ "হে বিশ্বাসীগণ ! তোমরা ধৈর্য্য ও নামাযের মাধ্যমে সাহায্য প্রার্থনা কর। নিশ্চয় আল্লাহ ধৈর্য্যশীলদের সাথে আছেন"।

(সূরা বাকারাহ - ১৫৩)

﴿ إِنَّ الصَّلاَةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا ﴾

অর্থাৎ ঃ "নিশ্চয় নামায মুমিনদের উপর ফরয নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে"। (সূরা আন নেসা - ১০৩)

নামায পরিত্যাগকারীর জন্য আল্লাহর আযাব অপরিহার্য করে রেখেছেন।

আল্লাহ বলেন ঃ

﴿ فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا ﴾

অর্থাৎ ঃ "অতঃপর তাদের পর সেই অযোগ্য অবাঞ্ছিত লোকেরা তাদের স্থলাভিষিক্ত হল যারা নামাযকে বিনষ্ট করল, আর কুপ্রবৃত্তির অনুবর্তী হল। সুতরাং তারা অচিরেই অঙ্গল অথবা ক্ষতি প্রত্যেক্ষ করবে"। (সূরা মারয়াম - ৫৯)

আল্লাহর বিধান অনুযায়ী আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্যের মাধ্যমে তাঁর (আল্লাহর) ক্রোধ ও যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি থেকে বাঁচার উদ্দেশ্যে নামায সুপ্রতিষ্ঠিত করা ও সময় মত তা আদায় করা প্রতিটি মুসলমানের অবশ্য কর্তব্য।

তহারাত (পবিত্রতা)

তহারাত বলতে শরীর কাপড় এবং নামাযের স্থান সবগুলোর পবিত্রতাকেই বুঝায়। শরীরের পবিত্রতা দুই ভাবে হয় ঃ

প্রথমত ঃ গোসল এর মাধ্যমে পবিত্রতা অর্জন

করা হয় হাদসে আকবর থেকে, অর্থাৎ যে অপবিত্রতা নাপাকী কিংবা হায়েয - নেফাসের কারণে হয়ে থাকে। তহারাতের নিয়তে চুলসহ শরীরের সর্বাঙ্গে পানি বইয়ে দেয়ার মাধ্যমে এ গোসল সম্পন্ন হয়।

দ্বিতীয়ত ঃ ওযু ঃ এ বিষয়ে আল্লাহ বলেন ঃ

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ﴾

অর্থাৎ ঃ "হে মুমিনগণ ! তোমরা যখন নামাযের উদ্দেশ্যে দাঁড়াবে (তার পূর্বে) তোমরা নিজের মুখমণ্ডল, কুনুইসহ দুই হাত ও পদযুগল গিঁটসহ ধৌত করবে এবং মাথা মাস্হ করবে"।

(সূরা আল মায়েদা - ৬)

উক্ত আয়াতে এমন কয়েকটি বিষয় অন্তর্ভূক্ত রয়েছে যেগুলো ওযু করাকালীন পালন করা অত্যাবশ্যক। সেগুলো হলো ঃ

১। মুখমণ্ডল ধৌত করা। আর এর মধ্যে কুলি করা এবং নাকে পানি দিয়ে নাক ঝাড়াও অন্তর্ভূক্ত।

২। কুনুইসহ দুই হাত ধৌত করা।
৩। সম্পূর্ণ মাথা মাস্‌হ করা। আর পূর্ণ মাথা বলতে দুই কানও অন্তর্ভূক্ত।
৪। দুই পায়ের গিরা সহ ধৌত করা ।
কাপড় নামাযের স্থানের তহারাতের অর্থ হলো পেশাব পায়খানা এবং এ জাতীয় অন্যান্য অপবিত্র বস্তু থেকে সেগুলোকে পবিত্র রাখা।

ফরয নামায সমূহ

মুসলমানদের উপর দিবা- রাত্রে পাঁচ ওয়াক্ত নামায ফরয। সেগুলো হলো ঃ সলাতুস্‌সুবহি যাকে ফজরের নামায বলা হয়, যোহরের নামায, আসরের নামায, মাগরিবের নামায এবং এশার নামায।

১। ফজরের নামায ঃ ফজরের নামায দুই রাকাত। এর সময় ফজরেসানী অর্থাৎ রাতের শেষাংশ পূর্ব আকাশে শ্বেত আভা প্রসারিত হওয়া থেকে নিয়ে সূর্যোদয়ের পূর্ব পর্যন্ত ।

২। যোহরের নামাযঃ যোহরের নামায চার রাকাত। এর সময় হলো মধ্যাকাশ থেকে সূর্য ঢলে যাওয়ার মূল ছায়া ব্যতীত প্রত্যেক জিনিসের ছায়া

তার সমান হওয়া পর্যন্ত।

৩। আসরের নামাযঃ আসরের নামায চার রাকাত। এর সময় যোহরের সময় শেষ হবার পর আরম্ভ হয়ে যাওয়ালের ছায়া ছাড়া প্রত্যেকটি জিনিসের ছায়া দ্বিগুণ হওয়া পর্যন্ত। (এটি সবচে উত্তম ওয়াক্ত) আর জরুরী ওয়াক্ত সূর্য নিস্তেজ হয়ে রোদের হলুদ রং হওয়া পর্যন্ত।

৪। মাগরিবের নামায ঃ মাগরিবের নামায তিন রাকাত। এর সময় সূর্যাস্তের পর থেকে শফক্বে আহমার অর্থাৎ পশ্চিম আকাশে লোহিত রং অদৃশ্য হওয়ার আগ পর্যন্ত।

৫। এশার নামায ঃ এশার নামায চার রাকাত। এর সময় আরম্ভ হয় মাগরিবের সময় শেষ হবার পর এবং বাকী থাকে রাতের এক তৃতীয়াংশ পর্যন্ত। অথবা রাতের প্রথম অর্ধাংশ পর্যন্ত।

নামাযের বিবরণ

উল্লেখিত বিবরণ অনুযায়ী মুসলিম নামাযের স্থান ও শরীরের পবিত্রতা অর্জনের পর নামাযের সময় হলে নফল অথবা ফরয যে কোন নামায পড়ার ইচ্ছা

করুক না কেন অন্তরে দৃঢ় সংকল্প নিয়ে কিব্‌লা অর্থাৎ পবিত্র মক্কায় বায়তুল্লাহিল হারামের দিকে মুখ করে একাগ্রতার সাথে দাঁড়িয়ে যাবে এবং নিম্নরূপ কর্মগুলো করবে ঃ

১। সাজদার জায়গায় দৃষ্টি রেখে তাক্‌বীর তাহ্‌রীমা (আল্লাহু আকবার) বলবে।

২। তাকবীরের সময় কান বরাবর অথবা কাঁধ বরাবর হস্তদ্বয় উত্তোলন করবে।

৩। তাকবীরের পর দু'আ উল ইস্‌তিফতাহ (প্রারম্ভিক দু'আ) পড়া সুন্নাত। দু'আ নিম্নরূপঃ

سُبْحَانَكَ اللّٰهُمَّ وَبِحَمْدِكَ وَتَبَارَكَ اسْمُكَ وَتَعَالَى جَدُّكَ وَلاَ إِلَهَ غَيْرُكَ))

উচ্চারণ ঃ সুবহানাকা আল্লাহুম্মা ওয়া বিহামদিকা ওয়া তাবারাকাসমুকা ওয়া তা'আলা জাদ্দুকা ওয়া লা - ইলাহা গইরুকা।

অর্থাৎ ঃ প্রশংসা এবং পবিত্রতা বর্ণনা করছি তোমার হে আল্লাহ। বরকতময় তোমার নাম। অসীম ক্ষমতাধর ও সুমহান তুমি। তুমি ভিন্ন আর কোন উপাস্য নেই।

ইচ্ছা করলে উক্ত দু'আর পরিবর্তে এই দোয়া

পড়বে ঃ

((اللَّهُمَّ بَاعِدْ بَيْنِي وَبَيْنَ خَطَايَايَ كَمَا بَاعَدْتَ بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ ، اللَّهُمَّ نَقِّنِي مِنَ خَطَايَايَ كَمَا يُنَقَّى الثَّوبُ الأَبْيَضُ مِنَ الدَّنَسِ ، اللَّهُمَّ اغْسِلْنِي مِنْ خَطَايَايَ بِالْمَاءِ وَالثَّلْجِ وَالْبَرَدِ))

উচ্চারণ ঃ "আল্লামহুম্মা বাইদ্ বাইনী ওয়া বাইনা খাতাইয়াইয়া কামা বাআত্তা বাইনাল মাসরিকে ওয়াল মাগরিবে, আল্লাহুম্মা নাক্কিনী মিন খাতা ইয়াইয়া কামা য়ুনাক্কাছ্ ছাওবুল আবইয়াযু মিনাদ্দানাসি, আল্লাহুম্মাগ্সিল্নী মিন্ খাতাইয়াইয়া বিল মায়ি ওয়াছ্ ছাল্জি ওয়াল বারাদি"।

উচ্চারণ ঃ "হে আল্লাহ ! আমাকে ও আমার গুনাহর মাঝে এতটা তফাৎ করে দাও যতটা পূর্ব - পশ্চিমের মাঝে তফাৎ করেছো। হে আল্লাহ ! তুমি আমাকে ঠিক ঐ ভাবে পাপমুক্ত করো যেভাবে সাদা কাপড় ময়লামুক্ত হয়। হে আল্লাহ ! তুমি আমার গুনাহসমুহকে পানি দিয়ে ও বরফ দিয়ে এবং শিশির দ্বারা ধুয়ে দাও"। (বুখারী - মুসলিম)

৪। তারপর বলবে ঃ

أَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ

উচ্চারণ ঃ "আউযুবিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজীম, বিসমিল্লাহির রহমানির রহীম"।

অর্থাৎ ঃ "আমি আশ্রয় চাচ্ছি আল্লাহর নিকট অভিশপ্ত শয়তান থেকে। আরম্ভ করছি দয়াবান কৃপাশীল আল্লাহর নামে"। এর পর ফাতিহা পড়বেঃ

﴿ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ * الرَّحْمَـٰنِ الرَّحِيمِ * مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ * إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ * اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ * صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ ﴾ آمين.

অর্থাৎ ঃ "সমস্ত প্রশংসা সেই আল্লাহর নিমিত্তে যিনি সমস্ত জগতের প্রতিপালক। যিনি অসীম দয়াবান অতি দয়ালু। বিচার দিনের মালিক। আমরা তোমারই ইবাদত করি। তোমারই কাছে সাহায্য ভিক্ষা করি। আমাদেরকে তুমি সরল পথ দেখাও যে পথে তোমার পুরস্কৃত বান্দাগণ চলেছেন।

ক্রোধভাজন (ইহুদী) পথভ্রষ্ট (খৃষ্টান)দের পথ নয়"। এরপর আমীন বলবে।

৫। তারপর কুরআন হতে মুখস্থ যা সহজ তা পড়বে। যেমন ঃ

﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ * اللَّهُ الصَّمَدُ * لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ * وَلَمْ يَكُن لَّهُ كُفُوًا أَحَدٌ﴾

অর্থাৎ ঃ (হে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আপনি বলুন ঃ আল্লাহ একক আল্লাহ অমুখাপেক্ষী। তিনি কাউকে জন্ম দেননি, তাঁকে কেউ জন্ম দেয়নি এবং তাঁর সমতুল্য কেউ নেই। অথবা এই সূরা পড়বে ঃ

﴿إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ * وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا * فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا﴾

অর্থাৎ ঃ"যখন আসবে আল্লাহর সাহায্য ও বিজয় এবং আপনি মানুষকে দলে দলে আল্লাহর দ্বীনে প্রবেশ করতে দেখবেন, তখন আপনি আপনার পালনকর্তার পবিত্রতা ঘোষণা করুন এবং তাঁর

কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করুন। নিশ্চয় তিনি ক্ষমাশীল"।

৬। তারপর আল্লাহু আকবার (আল্লাহ সবচেয়ে বড়) বলে দুইহাত হাঁটুর উপর রেখে রুকু করবে এবং বলবে ঃ سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ

সুবহানা রাব্বিয়্যাল আযীম (আমার মহান রবের পবিত্রতা ঘোষণা করছি) এটি তিনবার অথবা তিনের অধিকবার বলা সুন্নত।

৭। তারপর বলবে ঃ سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ

"সামিআল্লাহু লিমান হামিদাহ" (আল্লাহ ঐ ব্যক্তিকে শুনলেন যে তাঁর প্রশংসা করল) বলে রুকু থেকে মাথা উঠিয়ে, ইমাম হোক অথবা একাকী হোক সোজা দাঁড়িয়ে বলবে ঃ

رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ حَمْدًا كَثِيرًا طَيِّباً مُبَارَكاً فِيهِ مِلْءَ السَّمَاوَاتِ وَمِلْءَ الأَرْضِ وَمِلْءَ مَا بَيْنَهُمَا وَمِلْءَ مَا شِئْتَ مِنْ شَيْءٍ بَعْدُ

উচ্চারণ ঃ "রাব্বাইনা ওয়া লাকাল হামদু হামদান কাসীরান তাইয়্যেবান্ মুবারাকান ফীহ, মিল্ আস্সামাওয়াতি ওয়া মিলআলআরযি, ওয়ামিলআ

মা বাইনাহুমা ওয়া মিলআমাশি 'তা মিন শাইয়িন বা'দু"।

অর্থাৎ ঃ "হে আমার প্রতিপালক ! তোমারই নিমিত্তে প্রচুর প্রশংসা যে প্রশংসা পবিত্র বরকতময় আস্‌মান যমীন এবং এতদুভয়ের মধ্যে পরিপূর্ণ এবং এরপরও তোমার ইচ্ছামত জিনিসের পরিপূর্ণ প্রশংসা তোমারই জন্য"।

আর যদি মুক্তাদী হয় তাহলো রুকু থেকে মাথা উঠিয়ে উপরোল্লেখিত দু'আ ... رَبَّنَا لَكَ الحَمْدُ (রাব্বানা ওয়ালাকাল হমদু ...) শেষ পর্যন্ত পড়বে।

৮। তারপর اللهُ أَكْبَرُ (আল্লাহ সবচেয়ে বড়) বলে সাজদা করবে। সাজদা পরিপূর্ণ হবে সাতটি অঙ্গের উপর ঃ কপাল - নাক, দুই হাতের তালু, দুই হাঁটু এবং দুই পায়ের অঙ্গুলির তলদেশ। সাজ্‌দার অবস্থায় তিনবার ও তার অধিক বার :

سُبْحَانَ رَبِّيَ الأَعْلَى

সুবহানা রাব্বিয়াল আ'লা (পবিত্রতা ঘোষণা করছি আমার মহান প্রতিপালকের) বলবে এবং ইচ্ছা মত বেশী করে দু'আ করবে।

৯। তারপর اللّٰهُ أَكْبَرُ (আল্লাহু আকবার) বলে মাথা উঠিয়ে ডান পা, খাড়া রেখে বাম পায়ের উপর বসে দুই হাত রান ও হাঁটুর উপর রেখে বলবে ঃ

اللَّهُمَّ اغْفِرْلِي وَارْحَمْنِي وَعَافِنِي وَارْزُقْنِي وَاهْدِنِــــي وَاجْبُرْنِي

উচ্চারণ ঃ "আল্লাহুম্মাগফির্লী ওয়ার্হাম্নী ওয়া আফিনীওয়ারযুকনী ওয়াহদিনী ওয়াজবুরনী"।

অর্থাৎ ঃ "হে আল্লাহ ! তুমি আমাকে ক্ষমা কর, দয়া কর, নিরাপদে রাখ, জীবিকা দান কর, সরল পথ দেখাও, শুদ্ধ করো"।

১০। তারপর اللّٰهُ أَكْــبَرُ (আল্লাহু আকবার) বলে দ্বিতীয় সাজ্দা করবে এবং প্রথম সাজদায় যা করেছে তাই করবে।

১১। তারপর اللّٰهُ أَكْـــبَرُ (আল্লাহু আকবার) বলে দ্বিতীয় রাকাতের জন্য উঠে দাঁড়াবে। এই ভাবে প্রথম রাকাত পূর্ণ হবে।

১২। তারপর সূরা ফাতিহা ও কুরআনের কিছু অংশ পড়ে রুকূ করবে এবং দুই সাজ্দা করবে, অর্থাৎ

পুরোপুরি ভাবে প্রথম রাকাতের মতই করবে।

১৩। তারপর দ্বিতীয় রাকাতের দুই সাজ্‌দা থেকে মাথা উঠানোর পর দুই সাজ্‌দার মাঝের ন্যায় বসে তাসাহ্‌হুদের এই দু'আ পড়বে ঃ

التَّحِيَّاتُ لِلّهِ وَالصَّلَوات والطَّيِّبَاتُ السَّلامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ ، السَّلامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِينَ ، أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَـهَ إِلاَّ اللهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُه

উচ্চারণ ঃ "আত্তাহিয়্যাতু লিল্লাহি ওয়াস্‌সলাওয়াতু ওয়াত্‌তয়্যইবাতু আস্‌সালামু আলাইকা আইয়ু হান্‌নাবিয়্যু ওয়া রহ্‌মাতুল্লাহি ওয়া বারকাতুহ, আস্‌সালামু আলাইনা ওয়া আলা ইবাদিল্লাহিস্‌ সলিহীনা, আশ্‌হাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়া আশহাদু আন্না মুহাম্মাদান আবদুহু ওয়া রাসূলুহ"।

অর্থাৎ ঃ "মৌখিক, শারীরিক ও আর্থিক ইবাদত আল্লাহর জন্য। হে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আপনার উপর শান্তি, আল্লাহর রহমত ও তাঁর বরকত বর্ষিত হোক। আমাদের উপরে এবং আল্লাহর নেক বান্দাদের উপরে শান্তি বর্ষিত

হোক। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া কোন সত্য উপাস্য নেই এবং আরো সাক্ষ্য দিচ্ছি মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহর বান্দা এবং রাসূল"।

তবে নামায যদি দুই রাকাত বিশিষ্ট হয়। যেমন ঃ ফজর, জুম্‌আ, ঈদ তাহলে আত্‌তাহিয়্যাতু লিল্লাহি ... ... পড়ার পর এক নাগাড়ে বসে এই দরুদ পড়বে ঃ

اللهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ اللهُمَّ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ

উচ্চারণ ঃ "আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা মুহাম্মাদিঁও ওয়ালা আলি মুহাম্মাদিন কামা সাল্লাইতা আলা ইব্‌রাহীমা ওয়ালা আলি ইব্‌রাহীমা ইন্নাকা হামীদুম মাজীদ, আল্লাহুম্মা বারিক আলা মুহাম্মাদিঁও ওয়ালা আলি মুহাম্মাদিন কামা বারাক্‌তা আলা ইব্‌রাহীমা

ওয়ালা আলি ইব্‌রাহীমা ইন্নাকা হামীদুম মাজীদ"।
অর্থাৎ ঃ "হে আল্লাহ ! তুমি মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও তার বংশধরদের উপর রহমত বর্ষণ কর, যেমন তুমি ইব্‌রাহীম আলাইহিস্ সালাম ও তার বংশধরদের উপর রহমত বর্ষণ করেছিলে। নিশ্চয় তুমি প্রশংসিত সম্মানিত।
হে আল্লাহ ! তুমি মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও তার বংশধরদের উপর বরকত অবতীর্ণ কর, যেমন তুমি ইব্‌রাহীম আলাইহিস্ সালাম ও তার বংশধরের উপর অবতীর্ণ করেছিলে। নিশ্চয় তুমি প্রশংসিত সম্মানিত"।
তারপর চারটি জিনিস থেকে এই বলে পানাহ চাবে ঃ

اللهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ جَهَنَّمَ وَمِنْ عَـــذَابِ القَبْرِ وَمِنْ فِتْنَةِ المَحْيَا وَالمَمَاتِ وَمِنْ فِتْنَـــةِ المَســيحِ الدَّجَّالِ .

উচ্চারণ ঃ "আল্লাহুম্মা ইন্নী আউযুবিকা মিন আযাবি জাহান্নামা ওয়া মিন আযাবিল্ ক্বাব্‌রি ওয়ামিন ফিত্‌নাতিল মাহ্‌ইয়া ওয়াল্‌মামাতি ওয়া

মিন ফিত্‌নাতিল মাসীহিদ্‌দাজ্জাল"।
অর্থাৎ ঃ " হে আল্লাহ ! আমি অবশ্যই তোমার নিকট জাহান্নাম ও কবরের শাস্তি থেকে আশ্রয় চাচ্ছি। দজ্জালের ফিত্‌না এবং জীবন মৃত্যুর ফিত্‌না থেকে আশ্রয় চাচ্ছি"।
উক্ত দু'আর পর ইচ্ছামত আখিরাত ও দুনিয়াবী মঙ্গলার্থে মাস্‌নুন দু'আ করবে। ফরয নামায হোক অথবা নফল নামায হোক। তারপর ডান দিকে বাম দিকে (গর্দান ঘুরিয়ে)

السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ

উচ্চারণ ঃ "আস্‌সালামু আলাইকুম ওয়া রহমাতুল্লাহ" বলবে।
আর নামায যদি তিন রাকাত বিশিষ্ট হয়। যেমন ঃ মাগরিব অথবা চার রাকাত বিশিষ্ট হয় যেমন ঃ যোহর, আসর ও এশার নামায, তাহলে (সালাম না ফিরে) " আত্‌তাহিয়্যাতু লিল্লাহি .. .. .. পড়ার পর আল্লাহু আকবার বলে সোজা দাঁড়িয়ে গিয়ে শুধু সূরা ফাতিহা পড়ে প্রথম দু' রাকাতের মত রুকু ও সাজদা করবে এবং চতুর্থ রাকাতেও ঐ রূপ করবে। তবে (শেষ তাশাহ্‌হুদে) বাম পা, ডান

পায়ের নীচে রেখে ডান পা খাড়া রেখে মাটিতে নিতম্বের (পাছার) উপর বসে মাগরিবের তৃতীয় রাকাতের শেষে এবং যোহরে, আসর ও এশার চতুর্থ রাকাতের শেষে, শেষ তাশাহ্হুদ "আত্তাহিয়্যাতু লিল্লাহি .. .. .., আল্লাহুম্মা সল্লি আলা" ... . দরূদ পড়বে। ইচ্ছে হলে অন্য দু'আও পড়বে। এরপর ডান দিকে (গর্দান) ঘুরিয়ে "আস্সালামু আলাইকুম ওয়া রহমাতুল্লাহ" বলবে। যেমন এ কথা পূর্বে উল্লেখিত হয়েছে। নামায এই ভাবে পরিপূর্ণ হবে।

জুম্আর নামায

দ্বীন ইসলাম একতাকে পছন্দ করে। মানুষকে তার দিকে আহবান করে। বিচ্ছিন্নতা ও ইখতেলাফকে ঘৃণা ও অপছন্দ করে। তাই ইসলাম মুসলমানদের পারস্পরিক পরিচিতি, প্রেমপ্রীতি ও একতার কোন ক্ষেত্র বাদ না দিয়ে মুসলমানদেরকে সে দিকে আহবান করেছে ও সে ব্যাপারে নির্দেশ দিয়েছে। জুম্আর দিন মুসলমানদের ঈদের দিন। তারা সেদিন আল্লাহর স্মরণ ও গুণকীর্ত্তনে সচেষ্ট হয়

এবং দুনিয়াবী কাজ - কর্ম ও ব্যস্ততা পরিত্যাগ করে আল্লাহ প্রদত্ত অপরিহার্য বিধান ফরয নামায আদায় করার জন্য এবং সাপ্তাহিক দারস জুম্‌আর খুত্‌বা যাতে খতীব ও আলিমগণ সমাজের সাপ্তাহিক সমস্যার সমাধান দেয়, তাদের নির্দেশাবলী শোনার জন্য আল্লাহর ঘর অর্থাৎ মসজিদে জমায়েত হয়।

আল্লাহ বলেন ঃ

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِن يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ • فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾

অর্থাৎ ঃ "হে মুমিনগণ ! জুম্‌আর দিনে যখন নামাযের আযান দেওয়া হয়, তখন তোমরা আল্লাহর স্মরণের দিকে এসো এবং বেচা - কেনা বন্ধ কর এটা তোমাদের জন্য উত্তম যদি তোমরা বুঝ। অতঃপর নামায সমাপ্ত হলে তোমরা ভূপৃষ্ঠে

ছড়িয়ে পড় এবং আল্লাহর অনুগ্রহ (জীবিকা) তালাশ কর ও আল্লাহকে অধিক স্মরণ কর যাতে তোমরা সফলকাম হও"। (সূরা জুমু্‌আ - ৯-১০)

জুম্‌আ, প্রতিটি মুক্বীম। (বাড়ীতে অবস্থানকারী) আযাদ (স্বাধীন) বালিগ (প্রাপ্ত বয়স্ক) মুসলমানের উপর ওয়াজিব। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিয়মিত জুম্‌আর নামায আদায় করেছেন এবং তিনি জুমূআ পরিত্যাগকারী সম্পর্কে কঠোর উক্তি পেশ করে বলেন ঃ

لَينتهِيَنَّ أقوامٌ عَنْ وَدْعِهِمْ الجمعاتِ أو لَيختُمَنَّ الله على قُلوبِهِمْ ثُمَّ لَيَكُونَنَّ من الغـافِلِينَ . (مسـلم)

উচ্চারণ ঃ "লায়্যান্‌তাহীয়্যান্না আক্বওয়ামুন আন্‌ ওয়াদ্‌ইহিমিল্‌ জুম্‌আতি আও লায়্যাখতুমান্‌নাল্লাহু আলা কুলুবিহীম সুম্মা লায়্যাকুনান্‌না মিনাল্‌ গাফিলীন"।

অর্থাৎ ঃ "যে কোন জাতি বা কওম তাদের কয়েকটি জুম্‌আর নামায ত্যাগ করার কারণে নিশ্চয় ধ্বংস হবে। অথবা আল্লাহ্‌ তাদের অন্তরে অবশ্যই মোহর মেরে দিবেন। ফলতঃ তারা নিশ্চয় গাফিলদের অন্তর্ভূক্ত হবে"। (মুসলিম)

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরো বলেন ঃ

مَنْ تَرَكَ ثَلاثَ جُمَعٍ تَهَاوُناً طَبَعَ اللهُ على قلبه

উচ্চারণ ঃ "মান তারাকা সালাসা জুমাইন তাহাউনান তাবা' আল্লাহু আলা কলবিহি"।

অর্থাৎ ঃ "যে ব্যক্তি অবজ্ঞা করে তিন জুম্আ পরিত্যাগ করবে আল্লাহ তার অন্তরে মোহর মেরে দিবেন"।

যে মাসজিদে মুসলমানেরা একত্রিত হয় এবং তাদের ইমাম তাদেরকে সম্বোধন করে কথা বলে, নসীহত, উপদেশ দেয়, সরল পথ দেখায়, সে ধরণের মাস্জিদ ছাড়া জুম্আর নামায বৈধ হবে না। জুম্আর খুতবা চলাকালীন কথা বলা হারাম। এমন কি কেউ যদি তার পাশের ব্যক্তিকে বলে "চুপ থাক" সেও ভুল করল। জুম্আর নামায দুই রাকাত। মুসলিম ব্যক্তি তার ইমামের অনুসরণের মাধ্যমে জামায়াতের সাথে জুম্আর ঐ দুই রাকাত নামায আদায় করবে।

জামায়াতের সাথে নামায পড়ার বিবরণ

জামায়াতের সাথে নামায পড়া একাকী নামায পড়া

অপেক্ষা সাতাশগুণ উত্তম। হাদীসটি ইবনে ওমার রাদিআল্লাহু আনহু নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হতে বর্ণনা করেছেন। (বুখারী)

অন্য হাদীসে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন ঃ

لقد هممتُ أنْ آمرَ بالصلاة فتُقامَ ثم أخالِفَ إلى قومٍ في منازلِهم لا يَشهدونَ الصلاةَ في جماعَةٍ فأحرِقهَا علَيهم . (متفق عليه)

উচ্চারণ ঃ "লাক্বাদ হামাম্‌তু আন আমুরা বিস্‌সলাতি ফাতুক্বামা সুম্মা উখালিফা ইলা কাউমিন ফীমানাযিলিহিম্‌ লা ইয়াশ্‌হাদুনাস্‌ সলাতা ফী জামাআতিন্‌ ফাউহ্‌রিকাহা আলাইহিম্‌"।

অর্থাৎ ঃ "আমার ইচ্ছে হয় যেন কাউকে নামায পড়ানোর অদেশ করি সে নামায পড়াক আর আমি ঐ মহল্লায় গিয়ে আগুন ধরিয়ে দেই যারা জামায়াতে নামায পড়তে হাযির হয় না"। (বুখারী - মুসলিম)

জামায়াতে নামায না পড়া যদি মহা পাপ না হত তাহলে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদের

বাড়ী - ঘর জ্বালিয়ে দেয়ার ভীতি প্রদর্শন করে ঐ ভাবে শাসাতেন না। এ সম্পর্কে আল্লাহ বলেন ঃ

﴿ وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ ﴾

অর্থাৎ ঃ "তোমরা নামায সুপ্রতিষ্ঠিত কর। যাকাত প্রদান কর এবং রুকুকারীদের সাথে রুকু কর"।

(সূরা আল বাকারাহ্ - ৩৪)

(অর্থাৎ জামায়াতের সাথে নামায পড়) আয়াতটি নামাযীদের এক সঙ্গে নামায আদায় করার অপরিহার্যতা প্রমাণিত করেছে।

মুসাফিরের নামায

আল্লাহ বলেন ঃ

﴿ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴾

অর্থাৎ ঃ "আল্লাহ তোমাদের সাথে কোমল নীতি অবলম্বন করতে চান, কঠোর নীতি অবলম্বন করতে

চান না। (তাই তোমাদেরকে এই পদ্ধতি জানানো হচ্ছে) যাতে তোমরা (রোজার) সংখ্যা পূর্ণ করতে পার এবং আল্লাহ তোমাদের যে হিদায়াত দান করেছেন তার দরুন যেন তোমরা আল্লাহর শ্রেষ্ঠত্ব প্রকাশ করতে ও তাঁকে স্বীকৃতি দিতে এবং তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে পারো"। (সূরা আল বাকারাহ-১৮৫)

এ ভাবে ইসলাম কাউকে তার শক্তির বাইরে কোন দায়িত্ব অর্পন করে না এবং এমন কোন আদেশ তার উপর চাপিয়ে দেয় না যা পালনে সে অক্ষম। তাই সফরে কষ্টের আশংকা থাকায় আল্লাহ সফর অবস্থায় দুটো কাজ সহজ করেছেন।

এক ঃ ক্বস্‌রুস সালাত (নামায সংক্ষিপ্ত করণ) ঃ অর্থাৎ ঃ চার রাকাত বিশিষ্ট নামাযকে দুই রাকাত কসর করা। অতএব, (হে পাঠক পাঠিকা) আপনি সফরকালে যোহর, আসর এবং এশার নামায চার রাকাতের পরিবর্তে দুই রাকাত পড়বেন। তবে মাগরিব ও ফজর নিজ (আসল) অবস্থায় বাকী থাকবে এ দুটিতে ক্বসর করা চলবে না। নামাযে ক্বসর আল্লাহর তরফ থেকে তাঁর মুত্তাকী বান্দার

বান্দার জন্য, এটি আল্লাহ ভালবাসেন। যেমন তাঁর আযায়েম (দৃঢ় প্রতিজ্ঞা অর্থাৎ অলংঘনীয় বিধান) বাস্তবায়িত হওয়া পছন্দ করেন।

পায়ে হেঁটে, জীব - জন্তুর পীঠে চড়ে, ট্রেনে, নৌযানে, প্লেনে এবং মোটর গাড়ীতে সফর করার ক্ষেত্রে কোন পার্থক্য নেই। সবগুলোই সফর হিসাবে গণ্য এবং সবগুলোতেই নামায কসর করা চলবে ।

দুই ঃ আল - জাম্‌ও বাইনাস্‌সলাতাইনী ঃ (দুই নামায একত্রী করণ) মুসাফিরের জন্য দুই ওয়াক্তের নামায এক ওয়াক্তে জমা করা বৈধ। অতএব, মুসাফির আসর - যোহর অনুরূপভাবে মাগরিব - এশা জমা করে পড়তে পারে। অর্থাৎ ঃ দুই নামাযের সময় হবে এক এবং ঐ একই সময়ে দুই ওয়াক্তের নামায আলাদা আলাদা ভাবে আদায় করবে। যোহরের নামায পড়ার পর বিলম্ব না করে আসরের নামায পড়বে। অথবা মাগরিবের নামায পড়ার পরেই এশার নামায পড়বে। যোহর আসর অথবা মাগরিব এশা ছাড়া জমা করা বৈধ নয়। যেমন ঃ ফজর, যোহর অথবা আসর মাগরিবে জমা

করা বৈধ নয়।

মাসনূন যিক্রসমূহ

নামাযের পর তিন বার ইসতিগফার (আস্তাগ্ ফিরুল্লাহা) আমি আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাই, পড়া সুন্নাত। তারপর এই দোয়া পড়বে ঃ

اللهُمَّ أَنْتَ السَّلامُ وَمِنْكَ السَّلامُ تَبَارَكْتَ يَا ذَا الجَلالِ وَالإِكْرَامِ، لاَ إِلـهَ إِلاَّ اللهُ لاَ شَرِيكَ لَـهُ لَـهُ المُلْكُ وَلَهُ الحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. اللهُمَّ لاَ مَانِعَ لِمَا أَعطَيْتَ وَلاَ مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَ ، وَلاَ يَنْفَعُ ذَا الجَدِّ مِنْكَ الجَدُّ .

উচ্চারণঃ "আল্লাহুম্মা আন্তাস্সালামু ওয়া মিন্কাস্ সালামু তাবারাক্তা ইয়া যাল্জালালি ওয়াল্ ইক্রাম, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহ্দাহু লাশারীকালাহু লাহুল মুলকু ওয়ালাহুল হামদু ওয়াহুয়া আলা কুল্লি শাইইন্ ক্বাদীর। আল্লাহুম্মা লামানিয়া লিমা আ'তইতা ওয়া লা মু'তি লিমা মানা'তা লা ইয়ানফাউ যালজাদ্দি মিনকালজাদ্দু"।

অর্থাৎ ঃ "হে আল্লাহ ! তুমি শ্যান্তিময়, তোমার কাছ

থেকেই শান্তি আসে। তুমি বরকতময় হে প্রতাপশালী সম্মানের অধিকারী। আল্লাহ ছাড়া কোন সত্য উপাস্য নেই। তিনি একক তাঁর কোন অংশীদার নেই। তাঁরই বিশাল রাজ্য এবং তাঁরই সমস্ত প্রশংসা। আর তিনিই সমস্ত কিছুর উপর শক্তিশালী।

হে আল্লাহ! তুমি যা দান করতে চাও তা কেউ রোধ করতে পারে না। আর তুমি যা দান করতে চাও না তা কেউ দিতে পারে না। তোমার শাস্তি হতে কোন ধনীকে তার ধন রক্ষা করতে পারে না"।

তারপর ৩৩ বার করে আল্লাহর পবিত্রতা বর্ণনা, প্রশংসা জ্ঞাপন এবং তাকবীর পড়বে। অর্থাৎ ৩৩ বার سُبْحَانَ اللهِ (সুবহানাল্লাহ), ৩৩ বার الحَمْدُ للهِ (আলহামদুল্লিাহ), ৩৩ বার اللهُ أَكْبَرُ (আল্লাহু আকবার) এবং শতক পূর্ণ করার জন্য বলবে ঃ

لاَ إِلَـهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ لَهُ المُلْكُ وَلَهُ الحَمْدُ وَهُوَ عَلى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

উচ্চারণ ঃ "লা - ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহ্দাহু লা-শারীকালাহু লাহুল মুল্কু ওয়ালাহুল্ হাম্দু ওয়া হুয়া

আলা কুল্লি শাইইন্ ক্বাদীর"।

অর্থাৎ ঃ "আল্লাহ ছাড়া কোন সত্য উপাস্য নেই। তিনি একক তাঁর কোন অংশিদার নেই। তাঁর বিশাল রাজ্য এবং সমস্ত প্রশংসা। আর তিনিই যাবতীয় বস্তুর উপর শক্তিশালী"।

তারপর "আয়াতুল্ কুরসী", ﴿قُلْ هُوَ اللّٰهُ أَحَدٌ﴾ "কুল হুয়াল্লাহু আহাদ" , ﴿قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ﴾ "কুল আউযুবি রব্বিল ফালাক" ﴿قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاس﴾ ((النَّــــاسِ)) (কুল আউযুবি রব্বিন নাস) পড়বে।

কুলহু আল্লাহু আহাদ, ফালাক, নাস এই তিনটি সূরা ফজর ও মাগরিবের নামাযের পর তিন বার করে পড়া মুস্তাহাব (উত্তম)।

উপরে উল্লেখিত যিক্র ছাড়া ফজর ও মাগরিবের পর অতিরিক্ত এই দু'আ দশ বার পড়া মুস্তাহাব।

لاَ إِلـهَ إِلاَّ اللهُ وَحْـدَهُ لاَ شَرِيكَ لَـهُ، لَـهُ الْمُلْكُ وَلَـهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيـرٌ

উচ্চারণ ঃ "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহ্দাহু লাশারীকালাহু লাহুল মুলকু ওয়ালাহুল হামদু

ইউহ্ইয়ী, ওয়া ইয়ুমীত ওয়াহুয়া আলা কুল্লি শাইইন্ ক্বাদীর"।

অর্থাৎ ঃ "আল্লাহ ছাড়া কোন সত্য উপাস্য নেই। তিনি একক তাঁর কোন অংশীদার নেই। তাঁরই বিশাল রাজ্য এবং তাঁরই সমস্ত প্রশংসা। তিনি জীবিত করেন ও মৃত্যু দেন। আর তিনিই সকল বস্ত্রা উপর শক্তিশালি"।

এ সমস্ত যিক্‌র ফরয নয়, সুন্নাত।

আস্‌সুনানুর রওয়াতিব ঃ (যে সকল সুন্নাত নামাযের প্রতি গুরুত্ব ও তাকিদ দেওয়া হয়েছে)

সফর ছাড়া বাড়ীতে অবস্থান কালে (১২) রাকাত (সুন্নাত নামায) নিয়মিত আদায় করা সকল মুসলিম নর নারীর জন্য মুস্তাহাব। সেই বার রাকাত হলো ঃ যোহরের পূর্বে চার রাকাত ও পরে দু'রাকাত। মাগরিবের পর দু' রাকাত। এশার পর দু' রাকাত ও ফজরের আগে দু' রাকাত।

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সফরের অবস্থায় যোহর মাগরিবের এবং এশার সুন্নাত ছেড়ে দিতেন। আর ফজরের সুন্নাত ও বিতরের সুরক্ষা করতেন। আর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম

আমাদের উত্তম আর্দশ। আল্লাহ্ বলেন ঃ

﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ﴾

অর্থাৎ ঃ "নিশ্চয় আল্লাহর রাসূলের জীবনে তোমাদের জন্য রয়েছে উত্তমাদর্শ"। (সবা আহযাব - ২১)

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন ঃ

صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي

উচ্চারণ ঃ "সাল্লু কামা রাআইতুমুনী উসাল্লী"

অর্থাৎ ঃ "তোমরা আমাকে যেভাবে নামায পড়তে দেখেছ ঠিক সেই ভাবে নামায পড়"। (বুখারী)

আল্লাহই তাওফিক দাতা। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপর, তার বংশধর ও সহচরগণের উপর শান্তি ধারা বর্ষিত হোক।

আমীন

সমাপ্ত

সূচীপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা
১ . ভূমিকা	৭
২ . সলাতের ফযীলত , নামাযের মর্যাদা	১৮
৩ . তাহারাত , পবিত্রতা	২৪
৪ . ফরয সলাত সমূহ	২৬
৫ . নামাযের বিবরণ	২৭
৬ . জুমআর সলাত	৩৯
৭ . জামায়াতের সাথে সলাত আদায়	৪২
৮ . মুসাফিরের সলাত	৪৪
৯ . মাসনুন যিকর	৪৭
১০ . সুনানুর রাওয়াতিব বা ফরয সলাতের পূর্বে ও পরের সুন্নাত	৫০

مطبعة سفير تليفون ٤٩٨٠٧٨٠ ـ ٤٩٨٠٣٣٦ الرياض
E. Mail: safir777press@hotmail.com

من مطبوعات وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد

تعليم الصلاة

باللغة البنغالية

إعداد
د/ عبد الله بن أحمد بن علي الزيد

أشرفت وكالة شؤون المطبوعات والنشر بالوزارة على إصداره
١٤٢٣هـ

تعليم الصلاة

٤٣٨

تعليم الصلاة

إعداد

د/ عبدالله بن أحمد بن علي الزيد

نقله إلى اللغة البنغالية

مكمّل الحق (بيريومي)